পরীমণির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন র্যাব কর্মকর্তা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় ঢাকাই সিনেমার নায়িকা পরীমণিসহ তিনজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন র্যাবের উপপরিদর্শক (এসআই) আবু হেনা মোস্তফা কামাল। এই সাক্ষ্য নিয়ে সোমবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০-এর বিচারক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন আগামী ১৫ ডিসেম্বর ঠিক করেছেন।

ওই আদালতের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) মাহাবুব আলম এই তথ্য নিশ্চিত করে গণমাধ্যমকে বলেন, এসআই আবু হেনা মামলার জব্দ তালিকা প্রস্তুতকারক।

এই মামলায় গত ৫ জানুয়ারি পরীমণিসহ তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন আদালত। মামলায় অভিযুক্ত তিন আসামি হলেন-পরীমণি, আশরাফুল ইসলাম ও কবির হোসেন। সাক্ষ্য গ্রহণ শুনানির সময় আশরাফুল ও কবির আদালতে হাজির ছিলেন। আর পরীমণির পক্ষে তার আইনজীবী নীলাঞ্জনা রিফাত হাজিরা দেন।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ৪ আগস্ট রাজধানীর বনানীতে পরীমণির বাসায় অভিযান চালায় র্যাব। পরে রাজধানীর বনানী থানায় করা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে মামলার বাদী র্যাব-১-এর ডিএডি মজিবর রহমান বলেন, গত বছরের ৪ আগস্ট দায়িত্বপালনের সময় জানতে পারেন, বনানীর লেকভিউ এলাকার বাসায় বিপুল মাদক মজুত রয়েছে। পরে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

তাদের নির্দেশনা মোতাবেক বাসায় অভিযান পরিচালনা করেন। পরীমণির বাসায় কাঠের ফ্রেম থেকে ১৯ বোতল বিদেশি মদ, ৪ গ্রাম আইস ও ১ ব্লট এলএসডি উদ্ধার করেন। পরে বাসা থেকে পরীমণি ও আশরাফুলকে গ্রেফতার করেন। র্যাব-১-এর প্রধান কার্যালয়ে পরীমণি ও আশরাফুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

তাদের দেওয়া তথ্যানুযায়ী নজরুল ইসলামের নাম প্রকাশ পায়। পরে নজরুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়। জেরার জবাবে র্যাবের ডিএডি মজিবর রহমান আদালতে বলেন, সেদিন অভিযান পরিচালনাকালে র্যাবের দুটি দল দায়িত্বে ছিল। একটি দল ইউনিফর্ম পরা ছিল। তার দলের সদস্য ছিলেন

পাঁচজন।

গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আটক

গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আজিজুল হক ডাকুকে আটক করেছে পুলিশ। আজিজুল হক ডাকু গাংনী পৌরসভা এলাকার চৌগাছা গ্রামের খোকন গাইনের ছেলে।

আজ সোমবার (১৪ নভেম্বর) ভোর রাতের দিকে গাংনী থানা পুলিশ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আটক করে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামে সম্প্রতি একটি চুরির ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে তাকে আটক করে আজ সোমবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে চালান দেওয়া হয়েছে।

এদিকে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু বিএনপি নেতা আজিজুল হক ডাকুকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলে, আজিজুল ইসলাম চৌগাছা গ্রামে একজন ভাল মানুষ। তার বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা দিয়েছে। আমি এই গ্রেফতারের নিন্দা জানাচ্ছি। অবিলম্বে তার মুক্তি দাবি করছি।

মেহেরপুরে ডোপ টেষ্টের

মাধ্যমে মাদকসেবী সনাক্ত, গ্রেফতার ৭

সম্প্রতি মেহেরপুর শহরে মাদক সেবী এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে যারা মাদক নিয়ে কারবার করছে তাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অনেকেই আবার মাদক সেবন করেও ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকছে। এছাড়া শহরে ক্রমাগতভাবে বাড়ছে অপরাধ। বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনাসহ নানা ধরনের অপরাধ বাড়ার কারণে আইনশৃংখলার ক্রমাঅবনতি দেখা দিচ্ছে।

সবগুলো বিষয় নিয়ে আইনশৃংখলার বিষয়টি পুলিশকে ভাবিয়ে তুলেছে। এই সব ঘটনা পর্যালোচনায় দেখা যায় মাদকের অবাধ বিচরণ ও মাদক সেবির সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে নানা ধরনের অপরাধ বাড়ছে। সবদিক বিবেচনা করেই পুলিশ মাঠে নেমেছে। অভিযানের প্রথম দিনেই মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে ৭ জনকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুর শহরের হঠাৎপাড়া এলাকার মৃত তুফান আলীর ছেলে মো: হাবিব (৪০), বামনপাড় এলাকার আতিয়ার রহমানের ছেলে শাওন (২১), শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার সুমন মন্ডলের ছেলে মুহিক (২২), আব্দুল মতিনের ছেলে শাকিল (২১), ইসমাইল হোসেনের ছেলে জনি(২৪), নতুনপাড়া এলাকার মহসিন আলীর ছেলে লিজন(৪০), সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে শাহিন রেজা (৩২)।

গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে মাদকসেবীদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে ডোপ টেষ্ট করানো হয়। ডোপ টেষ্টে ৭ জনের শরীরেই বিভিন্ন ধরণের মাদকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তারের তত্ববধানে তাদের ডোপ টেষ্টা করা হয়।

ডাক্তার জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার বলেন ৭ জনের শরীরে বিভিন্ন ধরণের মাদকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

মামলার বাদী সদর ফাঁড়ির এসআই (নি:) সোহরাব বলেন, ডেপ টেষ্টের মাধ্যমে আসামিদের প্রমাণ করা গেছে তারা মাদক সেবন ও ক্রয় বিক্রয়ের সাথে জড়িত। তারা প্রাথমিকভাবে স্বীকারোক্তি দিয়েছে, শহরের মেটার্নিটি হাসপাতালের পিছনে মিয়ারুল ইসলাম ও ফৌজদারী

পাড়া এলাকার রেনুকা নামের মাদক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাদক সংগ্রহ করেন। হাবিব শাকিল ও জনির বিরুদ্ধে ক্রয় বিক্রয়ের সহায়তার অভিযোগে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণীর ১৬/৪১ ধারায় অপরাধ সংঘঠিত হয়েছে। আসামি শাওন. লিজন ও মুহিতের বিরুদ্ধে মাদক সেবনসহ মাদক ক্রয় বিক্রয় সহায়তা করার অপরাধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণীর ২৫/৪১ ধারার অপরাধ এবং শাহিন অবৈধ মাদক সেবন ও ক্রয় বিক্রয় সহায়তা করার অপরাধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণীর ১৬/২৫/৪১ ধারায় অপরাধ করেছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, অনেকেই মাদক সেবন ও ব্যবসার সাথে জড়িত। প্রমান না থাকায় তারা আইনের ফাক ফোকড় দিয়ে বেরিয়ে যায়। ২০১৮ সালের একটি আইনের মাধ্যমে প্রমাণ না থাকলেও ডোপ টেষ্ট করে কারোর শরীরে মাদকের উপস্থিতি পেলে তাদের আইনের আওতায় আনা যাবে।

এছাড়া যারা মাদক ক্রয় বিক্রয়ের সাথে জড়িত তাদেরও আইনের আওতায় আনা হবে। মাদক ব্যবসায়ী ও মাদক সেবিরা মনে করে প্রমাণ না থাকলে তাদের আইনের আওতায় আনা যাবেনা। তাদের জন্য এই আইন প্রয়োগ করা হবে। পুলিশের এই কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ থেকে মাদক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ১০০ বোতল ফেনসিডিলসহ একজন আটক

মুজিবনগরে ১০০ বোতল ফেনসিডিলসহ মোঃ ইনসান (৩৫) নামের একজনকে ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। আটক ইনসান মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামের আব্দুলের ছেলে।

আজ রবিবার (১৩ নভেম্বর) ভোররাতের দিকে মুজিবনগর থানা পুলিশের

একটি টিম উপজেলার জয়পুর মাঠে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতার অভিযানে মুজিবনগর থানার এসআই উত্তম কুমার, এসআই সাহেব আলী, এস আই আরিফুর রহমান ও এসআই হেকমত আলীসহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা রজু করা হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরের দিকে আটক ইনসানকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দর্শনায় ৩ শ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যাবসায়ী রানা গ্রেফতার

মাদকে সয়লাব দর্শনাঞ্চল, এ সংবাদ প্রকাশের জেরে মাদক ব্যাবসায়ীদের দৌরাত্ব ঠেকাতে দৌড়ঝাপ শুরু করেছেন দর্শনা থানা পুলিশ। মাদক বিরোধী অভিযানে মাঠে নেমেই পেয়েছেন সফলতা।

অভিযানে মাদক পাচারকালে মাদক ব্যাবসায়ীর মোটরসাইকেলের বস্তায় মিললো ৩ শত বোতল ফেনসিডিল। সেই সাথে মাদক উদ্ধারের সাথে মাদক পাচারকাজে ব্যাবহৃত একটি মোটরসাইকেল জব্দ সহ গ্রেফতার করা হয়েছে মাসুদুর রহমান ওরফে রানা নামের এক মাদক ব্যাবসায়ীকে।

দর্শনা-হিজলগাড়ি সড়কে অভিযান চালিয়ে মাদক ও মোটরসাইকেল সহ গ্রেফতার করা হয় তাকে।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে থানার এস,আই নীতিষ বিশ্বাস, এস,আই সুমন্ত বিশ্বাস, এস,আই সোহেল রানা, এ,এস,আই বশির আহম্মেদ, এ,এস,আই মামুনুর রহমান ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন দর্শনা- হিজলগাড়ী সড়কের দক্ষিন চাঁদপুর কবরস্থানের সামনে পাকা রাস্তার উপর।

এসময় দর্শনা হতে হিজলগাড়ি অভিমুখগামী একটি মোটরসাইকেলের পথ গতিরোধ করেন। পরে গতিরোধকৃত মোটরসাকেলের চালকের দখলে থাকা একটি বস্তার মধ্যে থেকে ৩০০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেন পুলিশ।

এসময় পুলিশ মোটরসাইকেলসহ মাদক ব্যাবসায়ী মাসুদুর রহমান ওরফে রানা (২৭) নামের এক মাদক ব্যাবসায়ীকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যাবসায়ী দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামের মাঝপাড়ার ফজল ইসলাম ও রীনা খাতুন দম্পতির ছেলে। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

গাংনীর কাথুলীতে তুচ্ছ ঘটনায় চার পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা

গাংনীর কাথুলী গ্রামের মধ্য পাড়ায় ছাগলে একটি গাছ খাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ অগ্নীসংযোগ ও শ্লীলতা হানীর ঘটনায় চারটি পরিবারের মধ্যে চলছে নানা উত্তেজনা ও মামলাবাজি। চারটি পরিবার দফায় দফায় একে অপরের বিরুদ্ধে মোট সাতটি মামলা করেছে। রয়েছে একটি জিডির ঘটনা। গ্রাম্য প্রতিহিংসায় মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দফায় দফায় হয়রানী করা হচ্ছে এমন দাবী তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী আব্দুল মজিদ। শনিবার সকালে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য দেন আব্দুল মজিদ।

পরিবার চারটি সকলেই নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করলেও পুলিশ বলছে, মামলাটি তদন্তে একটি পরিবারকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর খেলায় মেতেছে অন্য দুটি পরিবার। তাছাড়া আরো একটি মামলা তদন্ত করা হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানায়, গ্রামের আব্দুল মজিদের বাড়ির পাশে লাগানো ধুন্দুল গাছ খেয়ে ফেলে প্রতিবেশী আমিরুলের স্ত্রী মেমেজানের ছাগলে। এ নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে ঝগড়া ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে আমিরুল ইসলাম বাদি হয়ে আব্দুল মজিদের ভাই আব্দুর রহমান ওরফে খোকনের নামে মামলা করেন মেহেরপুর আদালতে। ওই মামলার ইন্ধন দাতা প্রতিবেশী হাফিজুল ও তার স্ত্রী মেমেজান। এ

নিয়ে চারটি পরিবারের মধ্যে মামলা ও জিডির ঘটনা ঘটেছে সাতটি।

সর্বশেষ গত বুধবার মধ্যরাতে হাফিজুলের বাড়ির পাশে রক্ষিত পাটকাঠির গাঁদায় আগুন লাগে। এতে হাফিজুলের পাঠকাঠির সাথে মজিদের দোকান ঘর পুড়ে যায়। আব্দুল মজিদকে আবারো মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর জন্য নিজের পাটকাঠির গাদায় নিজে আগুন লাগিয়ে হৈচৈ শুরু করে হাফিজুল ও তার স্ত্রী মোমেজান। পরে স্থানীয়রা ছ’টেগিয়ে পানি ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এঘটনায় আবারো আব্দুল মজিদের বিরুদ্ধে মামলার হুমিকি দিচ্ছে হাফিজুল ইসলাম। আবারো নতুন মামলার ভয়ে আতংকিত আব্দুল মজিদ ও তার পরিবারের লোকজন।
এ নিয়েও উভয় পক্ষের মধ্যে চলছে উত্তেজনা। যে কোন সময় বড় ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশংকা করছেন স্থানীয়রা।

আব্দুল মজিদ জানান, তার বাড়ির পাশের ধুন্দল গাছ খেয়ে ফেলে প্রতিবেশী আমিরুলের স্ত্রী মেমেজানের ছাগলে। এ নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এরই জের ধরে মেমেজান বাদী হয়ে তার ভাই আব্দুর রহমান ওরফে খোকনকে বিবাদী করে মোকাম বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল মেহেরপুরে একটি মামলা করেন। যার নম্বর-১০৯/২০২২, তাং ০৫/০৭/২২ ইং। মামলায় দাবী করা হয়, মেমেজানকে ধর্ষন করার চেষ্টা করা হয়। একই দিনে মেমেজানের স্বামী আমিরুল ইসলাম আরো একটি মামলা করেন। ওই মামলার এজাহারে দাবী করা হয়, তার স্ত্রীকে মারধর করে শ্লীলতা হানীর পাশাপাশি আব্দুল মজিদ ও তার লোকজন মেমেজানকে ব্যাপক মারপিট করে হত্যার চেষ্টা চালায়।

বিজ্ঞ আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে গাংনী থানা পুলিশকে তদন্ত দিলে পুলিশ ধর্ষনের চেষ্টা ও মারপিটের কোন ঘটনা ঘটে নাই বলে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেন। এতে না রাজি দেন মেমেজান। পরে মামলাটির তদন্ত দেয়া হয় পিবিআইকে। পিবিআই এর তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই ইমরান হোসেন ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে শ্লীলতা হানী ও মারপিটের ঘটনা মিথ্যা বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন।

এদিকে আমিরুল ইসলাম ও তার স্ত্রীর মামলায় উস্কানী ও ইন্ধন দাতা হিসেবে সন্দেহ করে প্রতিবেশী হাফিজুল ইসলাম ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি জিডি করেন আব্দুল মজিদ। এ ঘটনায় গাংনী থানা পুলিশ চার পরিবারকে থানায় হাজির হবার জন্য নোটিশ প্রদান করলে আবারো উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় হাফিজুলের স্ত্রী মেমেজান ০২ নভেম্বর বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে

আব্দুল মজিদসহ পাঁচজনকে আসামী করা হয়। আসামী থেকে বাদ পড়েনি বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসা মজিদের মেয়ে জোসনা খাতুন।

মামলায় বাদীকে মারপিট শ্লীলতাহানী ও তার গায়ের গহনা লুট করার অভিযোগ করা হয়। মামলাটি গাংনী থানায় তদন্তাধীন। মামলাটি সম্পুর্ণ মিথ্যা বলে দাবী করেছেন আব্দুল মজিদ ও তার লোকজন।

গ্রামবাসীরাও হাফিজুলের অত্যাচারে অতিষ্ট রয়েছে। হাফিজুলের মামলার ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাইনা। সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি,এলাকাবাসী ও ভুক্তভোগী পরিবারের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

বাদী হাফিজুল ইসলামের স্ত্রী মেমেজান জানান, ১২ বছর আগে জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে মামলা চলছিল। এরই জের ধরে ও প্রতিবেশীদের মামলার ইন্ধন দাতা হিসেবে সন্দেহ করে তার শ্লীলতা হানী মারপিট ও গহনা ছিন্তাই করা হয়েছে। পরে আমার ৬ বিঘা জমির পাটকাঠি পুড়িয়ে দেয়ার অভিযোগ করেন হাফিজুল ইসলাম।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, মামলা পাল্টা পাল্টি মামলার ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। প্রকৃত ঘটনার প্রতিবেদন আদালতে পেশ করা হবে।

গাংনীর আলোচিত রফিজুলকে দুই সহযোগীসহ গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

গাংনী উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের বহুল আলোচিত রফিজুল ইসলাম ওরফে লাল মিয়া দুই সহযোগীসহ কুষ্টিয়ার ভেড়ামারাতে জাল ডলারের কারবার করতে গিয়ে গণপিটুনির স্বীকার হয়েছেন।
পরে পুলিশ জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে পুলিশ আইনের ৩৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে। ভেড়ামারা থানার সেকেন্ড অফিসার প্রতাপ রায় এ তথ্য নিশ্চিত

করেছেন।

অপর দুই সহযোগীরা হলেন গাংনী উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের আসাদুল ইসলামের ছেলে শরীফুল ইসলাম ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার সংগ্রামপুর গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে বিচ্ছাদ আলী। ভেড়ামারা থানার সেকেন্ড অফিসার প্রতাপ রায় বলেন, ভেড়ামারা রেল স্টেশনের পাশে অভিযুক্ত তিনজন জাল ডলারের কারবার নিয়ে স্থানীয় কিছু মানুষের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। এক সময় তাদের গণধোলায় দেয়। এসময় স্থানীয়দের দেওয়া খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে ওই তিনজনকে উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়। তাদের বিরুদ্ধে মামলার কোনো বাদি না পাওয়ায় পুলিশ আইনের ৩৪ ধারায় মামলা দেওয়া হয়। যার মামলা নং ৭০/২২, তারিখ ১১/১১/২০২২ ইং।
ভেড়ামাড়া রেললাইন পাড়া এলাকার সাবুর আলী ও রহমত আলী বলেন, ওই তিনজন এলাকায় জাল ডলার পাচারের একটি চক্র গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। স্থানীয় মানুষজন তাদের সন্দেহ করে। পরে ধরে গণধোলায় দিয়ে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
জানা গেছে, রফিজুল ইসলামের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, মোটরসাইকেল ছিনতাই, মারামারীসহ একাধিক অভিযোগে ৬ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। সে নিজেকে কখনো কখনো সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে বেড়াতো।

মেহেরপুরে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৮ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক ৮ আসামি গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।
শুক্রবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের মেহের উল্লাহর

স্ত্রী রেহেনা খাতুন, তার নামে মামলা নং সেসন মামলা ১২০/১৯, সিআর মামলা নং ৫১৪/১৮ ইং, মেহেরপুর শহরের ভূমি অফিসপাড়া এলাকার কোবাদ আলীর ছেলে শাহারুল ইসলাম ওরফে মাইকেল তার নামে মামলা নং জিআর ১২৮/১৬ ইং, সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার ইয়ার আলী মোল্লার স্ত্রী আলতাফুন্নেছা।

তার নামে দায়ের করা মামলা নং এসটিসি ২১/১২ ও জিআর মামলা নং ৫৭/১২, সদর উপজেলার আমদহ বাগানপাড়া এলাকার রুহুল আমিনের ছেলে শাহিন রেজা (৩২), তার নামের মামলা নং ১৪(১১) ২২, কাঁঠালপোতা গ্রামের খোকন আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেন (৩০)। তার নামের মামলা নং সিআরপিসি ১৫১ ধারা, একই গ্রামের মৃতু জমির উদ্দীনের ছেলে শাফিন (২৪), বামনপাড়া এলাকার হারুন অর রশিদের ছেলে বাপ্পী (৩০), শহরের গোরস্থানপাড়া এলাকার মো: শরিফ হোসেনের ছেলে রাজন (২২) ও গাংনী থানার বর্শিবাড়িয়া গ্রামের হামিদুল বিশ্বাসের ছেলে হাসিবুর রহমান। তার নামের মামলা নং সিআর ৪৫১/২২, আর ৪৩৩/২২, পি ৪৩৮/২২।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃত এসব আসামিদের আজ শনিবার (১২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে সাজাপ্রাপ্তসহ ৩ জন গ্রেফতার

মারামারি মামলায় আদালতের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আসমত আলী (৪৮) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সাজাপ্রাপ্ত আসমত আলী গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের বাজার পাড়া এলাকার আব্দুলের ছেলে।

শুক্রবার দিবগত ভাররাতের দিকে তার বাড়িতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে আসমত আলীকে গ্রেফতার করেন। ৩২৩/৪৪৭ ধারায় দায়েরকৃত ৯২/১৯ নং মামলায় আদালত তাকে ১ বছর তিন মাস কারাদন্ড দেন। তার পর থেকে সে পলাতক ছিল।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদ, এসআই আশিক সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।
অপরদিকে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে একটি মারামারি মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি আবুলের ছেলে আফজাল (৪৫) ও আব্দুল খালেকের ছেলে শওকত আলীকে গ্রেফতার করেছে। গাংনী থানার দায়ের করা মারামারি মামলায় আদালত তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতারকৃত আজ শনিবার (১২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ২ গ্রাম হেরোইনসহ বকুল হোসেন (২৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ী আটক হয়েছে।
আটক বকুল হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার সীমান্তবর্তি ঝাঁঝাঁ গ্রামের আবুল শেখের ছেলে।
আজ শুক্রবার (১১ নভেম্বর) বিকাল ৪ টার দিকে বাজিতপুর বিওপি কমান্ডার হাবিলদার শাহিনের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে হেরোইনসহ বকুলকে আটক করেন।
বাজিতপুর বিওপি কমান্ডার হাবিলদার শাহিন বলেন, মাদক পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্ত্বিতে ঝাঁঝাঁ গ্রামে অভিযান চালানো হয়। মাদক ব্যবসায়ী বকুল সেখান দিয়ে যাওয়ার বিজিবি সদস্যরা তাকে চ্যালেঞ্জ করেন। পরে তার শরীর থেকে হেরোইন উদ্ধার হয়।
এঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আসামি সোপর্দ করা হয়েছে।